আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস ২০১৭

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিশেষ ক্রোড়পত্র ❑ ২৩ জুন ২০১৭

অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ◆ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর, তথ্য মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস উপলক্ষে আমি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কর্মচারীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের কাজের স্বীকৃতি দান এবং পেশা হিসেবে পাবলিক সার্ভিসকে বেছে নিতে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপী এই দিবস পালিত হয়ে আসছে।

জনকল্যাণে সরকার গৃহীত কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে দক্ষ, গতিশীল ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলত দক্ষ সিভিল সার্ভিস জনপ্রশাসনের ভিত্তি। বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে সরকার 'রূপকল্প ২০২১' ও 'রূপকল্প ২০৪১' ঘোষণা করেছে। এ কর্মসূচির পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে সৎ, দক্ষ, মেধাবী এবং উদ্ভাবনী ও প্রতিশ্রুতিশীল সিভিল সার্ভেন্টদের মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রশিক্ষণ জানার পথ প্রশস্ত করে, নতুন নতুন ধ্যান-ধারণার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটায়। তাই সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য"। এ জন্য প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সবসময় জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করতে হবে। জনগণ যাতে নির্বিঘ্নে এবং দ্রুততার সাথে কাঙ্ক্ষিত সরকারি সেবাসহ সকল ন্যায্য অধিকার পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। পাবলিক সার্ভিসকে শুধু পেশা হিসেবে নয়, ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

জনগণের দোরগোড়ায় দ্রুত সেবা পৌছাতে মানবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় জনমুখী প্রশাসন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদানের পাশাপাশি তাদের ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করতে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সিভিল সার্ভিসে নিবেদিতপ্রাণ কর্মচারীদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান করতে 'সিভিল সার্ভিস পদক' প্রবর্তন করা হয়েছে। নেয়া হয়েছে 'শুদ্ধাচার পুরস্কার' প্রবর্তনের উদ্যোগ। আমি আশা করি, প্রণোদনামূলক এসব কর্মসূচি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনে আরো উৎসাহিত করবে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে সরকার ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ দায়িত্ব পালনে আরো বেশি আন্তরিক হবেন, আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবসে-এ আমার প্রত্যাশা।

পাবলিক সার্ভিস দিবস-২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচি সফল হোক-এ কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও আজ ২৩ জুন 'আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বর্তমান সরকার দেশে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, জনসেবার সহজীকরণ, প্রযুক্তিনির্ভর শাসন-কাঠামো, গণকর্মচারীদের কাঙ্ক্ষিত স্থায়ী বেতন-কাঠামো নির্ধারণ, দ্বিতীয় প্রজন্মের সিটিজেন চার্টার, রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনায় গণকর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও স্বীকৃতির লক্ষ্যে গত বছর থেকে জনপ্রশাসন পদক প্রদান করা হচ্ছে। এ পদক প্রদানের ফলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো এ দেশেও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, সময়োপযোগী ও মানসম্মত গণকর্মচারী তৈরি হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের জনপ্রশাসন হোক আরও জনবান্ধব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে পরিণত হোক উন্নত দেশে—এই আমার প্রার্থনা।

আমি আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস উদ্‌যাপনের সাফল্য কামনা করি ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এম.পি

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশও ২৩ জুন, ২০১৭ "আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস" পালন করছে। এ বছর আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবসের মূল প্রতিপাদ্য 'The Future is Now: Accelerating Public Service Innovation for Agenda 2030.' উক্ত প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জনপ্রশাসনকে দক্ষ ও জনবান্ধব করার জন্য সরকার নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছে। জনপ্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীগণের প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্যই হল জনসেবা। জনসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানোর উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মচারীগণের মধ্যে প্রতিনিয়তই নতুন কাজের উদ্ভাবন করার চেষ্টা চলছে। তাছাড়া বিদ্যমান কর্মপদ্ধতি সহজতর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনপ্রশাসনকে সৃজনশীল, দক্ষ ও উদ্ভাবনীমূলক কাজের গুরুত্ব অপরিসীম। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে জনপ্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীগণের আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ ও প্রয়োগের মাধ্যমে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত সরকারি নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ বর্তমানে নিম্নমধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য সরকার রূপকল্প ২০২১-কে সামনে রেখে নানাবিধ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও তা টেকসই করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে উন্নত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার বিষয়টি রূপকল্প ২০২১ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের ওপর অনেকটাই নির্ভর করছে। আর এসব বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসনের কর্মচারীগণের অক্লান্ত পরিশ্রম, উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং জনবান্ধব হওয়া একান্ত অপরিহার্য।

আমি "আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবসের" সাফল্য কামনা করছি। পাশাপাশি এই দিবসে আমরা দেশের উন্নয়নের জন্য নির্মোহভাবে এবং ত্যাগের মানসিকতা নিয়ে কাজ করার শপথ নেয়ার জন্য জনপ্রশাসনের সকল কর্মচারীকে আহ্বান জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ শফিউল আলম

সিভিল সার্ভিসে অপরিহার্যতা
উৎকৃষ্ট মান, মানসিকতা ও মূল্যবোধ

ইকবাল মাহমুদ
চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন

১. ভূমিকা :

রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এবং মৌলিক ক্ষমতা কাঠামোতে রাজতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক কিংবা গণতান্ত্রিক তথা যে পদ্ধতির সরকারই অধিষ্ঠিত থাকুক না কেন সুষ্ঠু, সু-শৃঙ্খল এবং সুপরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার জন্য স্থায়ী সহযোগী শক্তি হিসেবে প্রয়োজন একদল মেধাবী, বিশেষ গুণাবলীসম্পন্ন এবং সুদক্ষ কর্মকর্তা। ঐতিহাসিকভাবে এর প্রমাণ এ উপমহাদেশেও রয়েছে। মৌর্য্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট চন্দ্র গুপ্ত (৩২১ - ২৯৮ খৃ: পূ:) থেকে শুরু করে সম্রাট আকবর (১৫৫৬ - ১৬০৫ খ্রি.) এবং বৃটিশ (১৮৫৮ - ১৯৪৭ খ্রি.) শাসনামলেও এ ধরণের বিশেষায়িত শ্রেণির পদস্থ কর্মকর্তারা শাসনকর্তাদের আইন/আদেশ, অনুশাসন কিংবা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পরামর্শ/সহায়তা এবং এর বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এরূপ বিশেষ শ্রেণির কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাকে জনপ্রশাসনের পরিভাষায় "সিভিল সার্ভিস" বলে আখ্যায়িত করা হয়।

২. সিভিল সার্ভিসের বিশেষ গুরুত্ব এবং সংস্কার :

"The Civil Service is the key wheels on which the entire engine of the state has to move." এরই প্রেক্ষাপটে সিভিল সার্ভিস-কে ঐতিহাসিকভাবে রাষ্ট্রের অভিজাত চাকুরী (Elite Service) হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। পাশাপাশি এ তথ্যও সত্য - সিভিল সার্ভিসে যারা নিয়োজিত ছিলেন এবং আছেন তাদের প্রতি সাধারণ জনগোষ্ঠীর মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গিও সার্বিক মূল্যায়ণ অতীত থেকে চলমান সময়কাল পর্যন্তও নেতিবাচক। এর মূল কারণ জনগণের সাথে তাদের দীর্ঘকালীন বিচ্ছিন্নতা, জনকল্যাণকে উপেক্ষা করে নিয়ন্ত্রণ বা বাধ্যকারীর ভূমিকার প্রাধান্যতা, কর্মপ্রক্রিয়ায় জটিলতা ও ধীরগতি, জনভোগান্তি, কোন কোন কর্মকর্তার সচেতন অহমিকা ইত্যাদি। তাই "সিভিল সার্ভিস" এবং "সিভিল সার্ভেন্ট" প্রসঙ্গে সাধারণ জনগণ এবং গণমাধ্যম যথাক্রমে "আমলাতন্ত্র" এবং "আমলা" শব্দদ্বয়কে অনেকটা অপবাদমূলক অর্থেই, আবার কখনো ক্ষুব্ধ মেজাজে ব্যবহার করে থাকে। এরই প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের ক্ষমতাসীন সরকারগুলো বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সিভিল সার্ভিসে কখনো পরিমিত মাত্রায় আবার কখনো ব্যাপকভাবে সংস্কারের উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে এ যাবৎ এক দশকেরও বেশি সংখ্যক কমিটি ও কমিশন গঠন করা হয়, যার প্রধান উদ্দেশ্য সিভিল সার্ভিস এবং জনপ্রশাসন ব্যবস্থায় গুণগত এবং কাঠামোগত সংস্কার। এরমধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দু'টি কমিটি/কমিশন হলো : "Committee for Administrative Reform and Re-Organization" (১৯৮২) এবং "Public Administration Reform Commission" (২০০০)। প্রথমোক্ত কমিটির প্রধান বিবেচ্য ক্ষেত্র ছিল জেলা এবং মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনকে পুনর্গঠিত করে প্রশাসনকে জনগণের নিকটস্থ অবস্থানে নেয়া। শেষোক্ত, কমিশনের প্রধান বিবেচ্য ক্ষেত্র ছিল - জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি, New Public Management ধারণাভিত্তিক কর্মপদ্ধতিগত পরিবর্তন এবং উন্নত সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ - ইত্যাদি। তাছাড়া জনমুখী বা জন-কেন্দ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে সরকারের তদানিন্তন "সংস্থাপন মন্ত্রণালয়"কে "জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়"-এ পুন: নামকরণ করা হয়। এর মাধ্যমে বিদ্যমান সিভিল সার্ভিসকেও জনগণের ক্ষমতায়ন বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের একটি নিহিত বার্তা প্রদান করা হয়।

৩. সিভিল সার্ভিসে উৎকৃষ্ট কর্মমান :

প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যবসা-ব্যবস্থাপনা কৌশল হিসেবে জাপানে "KAIZEN" শব্দটি বহুল প্রচলিত। এর অর্থ "Continuous improvement" বা "Change for better" যার নিহিত মর্মার্থ হলো উৎকৃষ্টতার কোন চূড়ান্ত রূপ নেই। তাই উৎকৃষ্টতা অর্জনের প্রচেষ্টাকে সর্বদা অব্যাহত রাখতে হবে - কোন পর্যায়ে শৈথিল্য বা আত্মপরিতৃপ্তির সুযোগ নেই। বিশ্বের বহুদেশে "KAIZEN" সরকারি ও বেসরকারি খাতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় একটি "উত্তম চর্চা" হিসেবে প্রচলিত হয়েছে। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন কেন্দ্রেও "Improving Public Services through Total Quality Management (IPS – TQM)" শীর্ষক একটি প্রকল্প চলমান আছে। JICA-এর কারিগরী সহায়তায় বাস্তবায়নরত এ প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য সরকারি খাতের ব্যবস্থাপনায় এবং সেবা প্রক্রিয়ায় গুণগত মান বৃদ্ধি। ক্ষমতা কাঠামোর সাথে জনসম্পৃক্ততার গুরুত্ব বিবেচনায় সিভিল সার্ভিসে কর্মের গুণগত মানকে ক্রমবর্ধমানভাবে উৎকৃষ্টতর করার প্রয়াস অপরিহার্য। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, কর্মমান উন্নয়নের সাথে দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়টি অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পৃক্ত। উৎকৃষ্ট কর্মমানের পূর্বশর্তই হলো একনিষ্ঠতা এবং দক্ষতার সু-সমন্বয়। কিন্তু প্রায়শ: প্রশ্ন দাঁড়ায় - কর্মমান ও দক্ষতার পরিমাপ কি?

উৎপাদনকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ হচ্ছে কর্মীর কর্মমান যাচাইয়ের অন্যতম মানদণ্ড। উৎপাদনে পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কিংবা অতিক্রমের মাত্রা সংশ্লিষ্ট কর্মীর দক্ষতা নির্ণয়ে সহজ সহায়ক। কিন্তু সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের কর্মমান এবং দক্ষতার যথাযথ পরিমাপক কি হতে পারে? এক্ষেত্রে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ বা বিস্তৃতিই কি যথেষ্ট? যেখানে কর্ম-বিস্তৃতি অধিক কিন্তু গুণগতভাবে নিম্নমান সম্পন্ন এবং প্রকারান্তরে সেখানে কর্মসম্পাদনের পরিমাণ স্বল্প কিন্তু তা উৎকৃষ্ট মানসম্পন্ন, এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মী-দলের কর্ম-মান ও দক্ষতা কিভাবে নির্ধারিত হবে?

স্মরণে রাখা প্রয়োজন, কাজের গুণগত মান পরিমাপের অভিগমণ প্রক্রিয়া (Approach) হতে হবে বিষয়ীকেন্দ্রীক (Subjective)। কি এবং কিভাবে পরিমাপ করা যথোচিত হবে তা নির্ভর করবে সম্পাদিত কর্মের বৈশিষ্ট্যগত প্রকৃতির উপর। নির্ধারিত ও প্রত্যাশিত গুণাগুন এবং মানসম্পন্ন কর্মসম্পাদনে সাফল্যই হবে দক্ষতার প্রতিফলক। দক্ষতার প্রায়োগিক ফলশ্রুতিতে অর্জিত কর্মমান নির্ধারণে নিম্নোক্ত নির্দেশকগুলো বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে :

ক) কর্মসম্পাদনে ব্যয়িত সময়ের গতিনির্দেশ - শ্লথ/মধ্যমানের/ক্ষিপ্র;
খ) কর্মসম্পাদনে অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জন - ব্যর্থ বা অস্পষ্ট/আংশিক/পরিপূর্ণ;
গ) কর্মসম্পাদনে প্রত্যাশিত বা অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জ সুচিহ্নিতকরণ এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার অভিভাবন (Suggestion) - নেই বা অস্পষ্ট/আংশিক/পরিপূর্ণ;
ঘ) মান অক্ষুণ্ন রেখে সম্পদের ব্যবহার - অত্যধিক/সহনীয় মাত্রা/ন্যূনতম;
ঙ) উপকারভোগী বা গ্রাহকের সন্তুষ্টি - ক্ষুব্ধ/মোটামুটি/উৎফুল্ল;
চ) সম্পাদিত কর্মে অংশিপক্ষের প্রতিক্রিয়া - হতাশাজনক/সন্তোষজনক/প্রশংসনীয়;
ছ) সম্পাদিত কর্মে জনস্বার্থের সুরক্ষা বা উন্নয়ন - ক্ষতিকর/বিঘ্নিত/ইতিবাচক;
ঝ) সম্পাদিত কর্মে প্রতিফলিত চিন্তাধারা ও অভিনবত্ব - গতানুগতিক/গ্রহণযোগ্য/অসাধারণ;

উল্লেখ্য, কর্মমান নির্ধারণে নির্দেশকের তালিকা দীর্ঘতর হতে পারে। কারণ কর্ম-প্রকৃতির বৈচিত্র এবং প্রেক্ষাপট নির্দেশকের ভিন্নতাও নির্ধারণ করবে।

৪. সিভিল সার্ভিসে মৌলিক মূল্যবোধ :

সিভিল সার্ভিসের গুণগত ভিত্তি হচ্ছে একগুচ্ছ মৌলিক মূল্যবোধ (Core Values)। ঐতিহ্যিকভাবে এসব মূল্যবোধ যে কোন দেশের সিভিল সার্ভিসে আদর্শিক মানদণ্ড হিসেবে মূল্যায়িত হয়। এক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যে অনুসৃত "The Civil Service Code" সিভিল সার্ভিসের বিধিবদ্ধ দিকনির্দেশনা (Statutory Guidance) প্রদান করে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে নিম্নোক্ত মৌলিক মূল্যবোধগুলো বিশেষত: সিভিল সার্ভিসের উৎকর্ষতার প্রাণশক্তি হিসেবে স্বীকৃত।

(ক) শুদ্ধাচার :

সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদেরকে শুদ্ধাচার (Integrity) ভিত্তিক মূল্যবোধে নিবেদিত এবং উজ্জীবিত হতে হবে। তাদের আচরণ ও কর্মপ্রচেষ্টায় কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্য হবে -

➢ অর্পিত দায়িত্ব যথাসময়ে সঠিকভাবে প্রতিপালন;
➢ কর্মসম্পাদনে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পক্ষ বা নাগরিকদের পূর্ণ আস্থা অর্জন;
➢ রাষ্ট্র তথা জনগণের সম্পদ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও মিতব্যয়িতা;
➢ সক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহারপূর্বক পেশাগত গতিশীলতা বৃদ্ধি;
➢ দাপ্তরিক পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার হতে বিরত থাকা;
➢ যে কোন ধরণের উৎকোচ, উপঢৌকন বা বিশেষ আতিথেয়তা গ্রহণ থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকা - যা নির্মোহ, ন্যায় সঙ্গত ও বিধিসম্মত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে;
➢ দাপ্তরিক গুরুত্বপূর্ণ নথি ও দলিলাদি সর্বোচ্চ সতর্কতা ও সুনিপূণভাবে সংরক্ষণ;
➢ আইন ও বিধিগত কাঠামোর পরিসীমার মধ্যেই এবং শুধুমাত্র জনস্বার্থেই দাপ্তরিক তথ্যাদি প্রকাশ;
➢ গণমাধ্যমের সাথে সংযোগে স্পর্শকাতরতা বিষয়ক সতর্ক সচেতনতা, পরিমিতিবোধ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার যথোচিত প্রয়োগ এবং অতি উৎসাহ পরিহার;
➢ আইন ও বিধি-বিধানের প্রতি অবিচল আনুগত্য এবং প্রশাসনিক সুবিচার নিশ্চিতকরণ।

(খ) সততা :

➢ দাপ্তরিক কর্মসম্পাদনে প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক বিষয় ও তথ্যাবলী সঠিক ও নির্ভুলভাবে উপস্থাপন;
➢ অনভিপ্রেত ভ্রান্তি বা ত্রুটিসমূহ যথা সম্ভব দ্রুততার সাথে সংশোধন - ক্ষেত্র বিশেষে তড়িৎ ক্ষমা প্রার্থনা;
➢ অর্পিত জনসম্পদকে শুধুমাত্র নির্দেশিত উদ্দেশ্যেই ব্যবহার;
➢ যে কোন প্রকারের প্রতারণামূলক আচরণ পরিহার;
➢ ব্যক্তিস্বার্থ উন্নয়নের স্পৃহাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং সাহসিকতার সাথে যে কোন অনৈতিক চাপ মোকাবিলা করা।

(গ) বস্তুনিষ্ঠতা :

➢ শুধুমাত্র বিদ্যমান দালিলিক প্রমাণ বা প্রামাণিক তথ্যের ভিত্তিতে কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে উপস্থাপনা বা পরামর্শ প্রদান এবং বিকল্প প্রস্তাবনা;
➢ নিজস্ব ধারণা ও বিশ্বাস হতে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবমুক্ত হয়ে শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক বিষয়ের নিহিত গুণাগুন (Merit) বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
➢ বাস্তবতা বিবর্জিত এবং বাস্তবায়নযোগ্য নয় এমন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা পরামর্শ প্রদান হতে বিরত থাকা;
➢ যে কোন বিষয়ে সম্ভাব্য ঝুঁকি বা বিপর্যয়ের সম্ভাবনাকে গোপন করার বা এড়িয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা হতে বিরত থাকা;
➢ চূড়ান্তভাবে গৃহীত সরকারি নীতিমালা বা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে একাগ্রতা ও আনুগত্য প্রদর্শন।

বলাবাহুল্য, বিবৃত মৌলিক মূল্যবোধগুলো সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। তবে, সিভিল সার্ভিসে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ ক্ষমতা কাঠামো এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উচ্চতর সোপানে দায়িত্ব পালনের সুবাদে উল্লেখিত মূল্যবোধ ধারণ, অনুশীলন এবং এতে ক্রমাগত উৎকর্ষতার প্রচেষ্টা সর্বাধিকভাবে প্রত্যাশিত।

৫. উপসংহার :

রাজনৈতিক দর্শনের তাত্ত্বিক মর্মার্থে সিভিল সার্ভিসের ধারণাগত মূল উৎস ভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের (Unity in diversity) সমন্বয় প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা। সময়ের পরিক্রমায় রাষ্ট্র ও সরকারের কাঠামো এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বে ভিন্নতা আসবেই। কিন্তু সকল পর্যায়ে সিভিল সার্ভিসের অস্তিত্ব এবং গতিধারা চলমান থাকবে - 'বিরামহীন বহতা নদীর মতো'। রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক বিবর্তন একটি রাষ্ট্রের সিভিল সার্ভিসের কাঠামো এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকেও প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের কাঠামো থেকে সিভিল সার্ভিসকে নিশ্চিহ্ন করা প্রায় অসম্ভব। কারণ, চাকাবিহীন রাষ্ট্রীয় ইঞ্জিনের অস্তিত্ব কোন প্রত্যাশিত বাস্তবতা হতে পারে না। তাই, যে কোন অবয়বে সিভিল সার্ভিসের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। তবে, সিভিল সার্ভিসে ধারাবাহিকভাবে প্রাণশক্তি সঞ্চার করবে এতে নিয়োজিত সিভিল সার্ভেন্টদের মেধাশক্তি সমৃদ্ধ কর্মমান, মানসিকতা এবং মূল্যবোধের উৎকৃষ্টতা। ❑

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

তেইশে জুন 'আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস' উপলক্ষে আমি প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মচারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

জনপ্রশাসনে কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সরকারের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে বাংলাদেশ জনপ্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উন্নয়ন কার্যক্রমকে টেকসই করতে কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, বিদ্যমান সেবার সহজীকরণ, রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

আওয়ামী লীগ সরকার স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসনে বিশ্বাসী। প্রশাসনের সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছি। এ লক্ষ্যে আমাদের সরকার ডিজিটাল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সরকারি কাজে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে। জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা পৌছানোর জন্য সময়োপযোগী বিভিন্ন উদ্ভাবনী-উদ্যোগ গ্রহণ, আধুনিক নাগরিক সনদ প্রকাশ, উর্ধ্বতন পর্যায়ে জনগণের অভিযোগ ওয়েবপোর্টালের মাধ্যমে পৌছানো ও নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সর্বোচ্চ ত্যাগ ও আন্তরিকতার সঙ্গে জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করাই সিভিল সার্ভিস সদস্যগণের মূল দায়িত্ব। দায়িত্ব পালনে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা সরকারি কর্মচারীগণের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির জন্য 'জনপ্রশাসন পদক' প্রবর্তন করেছি।

আমি আশা করি, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' বিনির্মাণে সরকারি কর্মচারীগণ আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে কাজ করবেন।

আমি আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস ২০১৭ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ২৩ জুন ২০১৭ 'আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'The Future is Now: Accelerating Public Service Innovation for Agenda 2030' । গণকর্মচারীদের কাজের মূল্যায়ন, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অপরিসীম অবদানের স্বীকৃতি ও জনসেবা প্রদানে নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করাই এই দিবসটির মূল উদ্দেশ্য।

একটি দক্ষ ও নিবেদিত সিভিল সার্ভিস সুষ্ঠু প্রশাসনযন্ত্র পরিচালনার মূল চাবিকাঠি। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও সেবাকে দ্রুত জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা নিরলস কাজ করছি। এই উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় সরকার তথ্য অধিকার আইন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র, পাবলিক সার্ভিস আইন, ই-গভর্নেন্স ও দ্বিতীয় প্রজন্মের সিটিজেন চার্টার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে; গণকর্মচারী স্থায়ী বেতন কমিশন গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, কর্মচারীদের দক্ষতা ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও উন্নত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ অন্যান্য যুগোপযোগী নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই দিবসটি গণকর্মচারীদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি এবং একটি সৃজনশীল, সময়োপযোগী ও গতিশীল জনপ্রশাসনের মাধ্যমে দেশের সকল স্তরে সুশাসন নিশ্চিতকরণে অবদান রাখবে। বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণের পথে দেশকে গণকর্মচারীগণ এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

আমি 'আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস ২০১৭' এর সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

Ismat Ara Sadiq

ইসমাত আরা সাদেক, এমপি

সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২৩ জুন ২০১৭ বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস' উদ্‌যাপন হতে যাচ্ছে। এ বছরের মূল প্রতিপাদ্য 'The Future is Now: Accelerating Public Service Innovation for Agenda 2030.'

এ দিবস টেকসই উন্নয়নে অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানোর লক্ষ্যে জনপ্রশাসনের অব্যাহত প্রচেষ্টাকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে অনুপ্রাণিত করবে।

ক্রমাগত পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থায় প্রতিনিয়ত নতুন প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলায় জনপ্রশাসন নাগরিক সেবামুখী উদ্ভাবন এবং সৃজনশীলতাকে পেশাদারিত্বে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সাল থেকে 'জনপ্রশাসন পদক' প্রদান করা হচ্ছে। এ পদক সৃজনশীল ও সেবামুখী উদ্ভাবনকে একটি সংস্কৃতিতে পরিণত করবে বলে আশা করা যায়। আজকের এ দিবস উদ্‌যাপন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ মোকাবিলা, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি সেবায় উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ও বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জনপ্রশাসনের নিরলস প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করবে।

আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস উদ্‌যাপন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জনপ্রশাসনের পারস্পরিক সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে নিজ নিজ দেশের উন্নয়ন ও নাগরিক সেবামুখী কার্যক্রমে তা প্রতিফলিত করার প্রয়াসকে অব্যাহত রাখবে।

এ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে জনপ্রশাসনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অফুরন্ত আভিনন্দন। সেবাদাতা ও সেবাগ্রহীতার মধ্যে সম্বন্ধযুক্ত সংশ্রয় ও অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে জনপ্রশাসনের ভূমিকাকে অব্যাহত রাখার আহ্বান জানাই

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

ডিএফপি নং ১২-২২/০৬/২০১৭